তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৯

**‍‍‍পৌষমেলা বাঙালির সর্বজনীন উৎসব**

 **----সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ পৌষ (১২ জানুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, পৌষমেলা ধনী, গরিব, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালির একটি অসাম্প্রদায়িক ও সর্বজনীন উৎসব। এর মাধ্যমে সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে সেতুবন্ধ রচিত হয়। পৌষমেলার উৎপত্তি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে হলেও শত শত বছর ধরে আমাদের গ্রামবাংলায় এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ বিকালে রাজধানীর ওয়াইজঘাট সংলগ্ন বুলবুল ললিতকলা একাডেমি মাঠে পৌষমেলা উদযাপন পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত তিন দিনব্যাপী (১২-১৪ জানুয়ারি, ২০২৩) 'পৌষমেলা-১৪২৯' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

পৌষমেলা উদযাপন পরিষদ ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছের সভাপতিত্বে উৎসব উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ হাসান ইমাম।

প্রধান অতিথি বলেন, আমি ভালো পুলি পিঠা তৈরি করতে পারি। বিশেষ করে মায়ের বকুনি থেকে বাঁচতে মায়ের পিঠা তৈরিতে বহুবার সাহায্য করেছি। তাছাড়া আমি ঢেঁকি ভানতেও জানি। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, এখন আগের সেই ঢেঁকি নাই। মেশিনে ধান মাড়াই, চাল ও চালের গুঁড়া তৈরি হয়। তিনি বলেন, আমাদের নাগরিক যান্ত্রিক জীবনে শীতের রুক্ষ-শুষ্ক-মলিনতার মধ্যে পৌষমেলা যেন এক শুদ্ধ উষ্ণ আবেশ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সহ-সভাপতি ঝুনা চৌধুরী ও বুলবুল ললিতকলা একাডেমি (বাফা) এর সভাপতি হাসানুর রহমান বাচ্চু। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পৌষমেলা উদযাপন পরিষদ এর সাধারণ সম্পাদক ড. বিশ্বজিৎ রায়।

#

ফয়সল/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২৩/১৭৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৮

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৮ পৌষ (১২ জানুয়ারি) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ২৩ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৭৪৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪১ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৮৯ হাজার ১৩৯ জন।

#

কবীর/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২৩/১৭২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৭

**মন্ত্রীর আশ্বাসে রেজিস্ট্রেশন সার্ভিস এসোসিয়েশনের কর্মবিরতি প্রত্যাহার**

ঢাকা, ২৮ পৌষ (১২ জানুয়ারি) :

গতকাল আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক এবং আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ সারওয়ার হোসেন এর সঙ্গে এসোসিয়েশেনের নেতৃবৃন্দের ফলপ্রসূ আলোচনার প্রেক্ষিতে তারা কর্মরিবতি প্রত্যাহার করে। আজ থেকে সারা দেশের জেলা রেজিস্ট্রি ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিসগুলোতে পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক কার্যক্রম চলছে।

নিজ অফিসে সরকারি দায়িত্ব পালনকালে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার সাব-রেজিস্ট্রার মোঃ ইউসুফ আলীর ওপর হামলার প্রতিবাদে বাংলাদেশ রেজিস্ট্রেশন সার্ভিস এসোসিয়েশন কর্মবিরতির কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল।

#

 রেজাউল/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/মাহমুদা/কলি/শামীম/২০২৩/১৫৩০ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৬

**বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৮ পৌষ (১২ জানুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৩ জানুয়ারি ‘বিশ্ব ইজতেমা’ উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমাবেশ বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মুসলিম উম্মাহকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। বিগত বছরের ন্যায় এবারও দুই ধাপে ১৩-১৫ জানুয়ারি এবং ২০-২২ জানুয়ারি বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর ইসলামের উন্নয়ন, প্রচার, প্রসার এবং খেদমতে বহু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও মাদ্রাসা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাবলীগ জামাতের জন্য কাকরাইল মসজিদে জমি দান করেন এবং টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে বিশ্ব ইজতেমার জন্য জায়গা বরাদ্দ দেন। তিনি কম খরচে হজ পালনের জন্য হিজবুল বাহার জাহাজ ক্রয় করেন এবং বাংলাদেশ থেকে সমুদ্রপথে হজযাত্রী প্রেরণ করেন। জাতির পিতা মুসলিম বিশ্বসহ আরব দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন। তাঁর কূটনৈতিক দূরদর্শিতায় বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে ওআইসি’র সদস্যপদ লাভ করে। সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ২০০৯ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে বাংলাদেশে ইসলামের উন্নতিকল্পে বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সকল জেলা এবং উপজেলায় মডেল মসজিদ এবং ইসলামিক কালচারাল সেন্টার নির্মাণ করা হচ্ছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে মসজিদের ইমামগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। কুরআনের শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আমরা মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় লক্ষ লক্ষ শিশুকে কুরআন শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।

১৯৬৭ সাল থেকে প্রতি বছর রাজধানী ঢাকার উপকণ্ঠে টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে মুসলমানদের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশ ইসলামের মর্মবাণী প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ইজতেমা বিশ্বের নানা প্রান্তের মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্যের এক অপূর্ব মিলনক্ষেত্র, যা ইসলামী সমাজ, শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ব ও মহানুভবতার এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। আবহমানকাল ধরে আমাদের লালিত অসাম্প্রদায়িক চেতনা, অকৃত্রিম সরলতা ও অতিথিপরায়ণতা এবং সহিষ্ণুতার আলোকবার্তা ইজতেমায় আগত বিদেশি মেহমানদের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে যাবে- এ আমার প্রত্যাশা।

আমি আশা করি, এ মহান ধর্মীয় সমাবেশ বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশ ও বিশ্বের সর্বস্তরের মানুষ ও মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করবে।

আমি বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষ্যে মহান আল্লাহর দরবারে দেশবাসী ও মুসলিম উম্মাহর সুখ, শান্তি ও কল্যাণ এবং সমৃদ্ধি কামনা করছি।

**জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/আলী/আসমা/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৫

**বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৮ পৌষ (১২ জানুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১২ জানুয়ারি ‘বিশ্ব ইজতেমা’ উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্ব ইজতেমা ২০২৩ উপলক্ষ্যে ইজতেমায় আগত বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসল্লিদের আমি স্বাগত জানাচ্ছি।

ইসলাম শান্তি ও মানবতার ধর্ম। ইসলামের সুমহান আদর্শ ও আকীদাকে অনুসরণের পাশাপাশি এর প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে বিশ্ব ইজতেমায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মুসল্লিদের অংশগ্রহণ এক মহতী উদ্যোগ। আমি আশা করি, ইজতেমা ইসলামের সুমহান আদর্শ জানা, বুঝা ও আমলের পথ সুগম করবে। মুসলিম বিশ্বের বিজ্ঞ আলেমদের বয়ান ও আলোচনা হতে মুসল্লিগণ ইসলামের বিধি-নিষেধ ও করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা পাবেন এবং ইসলামের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবন ও অনুসরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন। বিশ্ব ইজতেমা ইসলামী উম্মাহর ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ়করণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

বাংলাদেশ প্রতি বছর সফলভাবে বিশ্ব ইজতেমা আয়োজন করে বিশ্ব দরবারে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে। এজন্য আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে জানাই লাখো শোকরিয়া। বিশ্ব ইজতেমা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুক- এ প্রার্থনা করি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/ পরীক্ষিৎ/শাম্মী/আলী/আসমা/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ